আজ ‘মেহেরপুর মুক্ত’ দিবস

আজ ৬ ডিসেম্বর। ‘মেহেরপুর মুক্ত’ দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর হানাদার মুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা হামলায় দিক-বিদিক হারিয়ে পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর শেষ দলটি ৫ ডিসেম্বর বিকেল থেকে গোপনে মেহেরপুর ছাড়তে থাকে। পরের দিন ৬ ডিসেম্বর রাজনৈতিক মর্যাদাপূর্ণ মেহেরপুর জেলা হানাদার মুক্ত হয়।
২ ডিসেম্বর গাংনী হানাদার মুক্ত হলে শিকারপুরে (ভারত) অবস্থিত মুক্তি বাহিনীর এ্যাকশন ক্যা¤◌েপর ক্যাপ্টেন তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমা প্রশাসক (এসডিও) তৌফিক ইলাহী চৌধুরী হাটবোয়ালিয়ায় এসে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করেন। মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সম্মিলিত ভাবে ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুরে প্রবেশ করে। সীমান্তে পাকবাহিনীর পুঁতে রাখা অসংখ্য মাইন অপসারনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর পুরোপুরি ভাবে হানাদার মুক্ত হয় ৬ ডিসেম্বর।
জেলা মুক্তিযোদ্ধার সংসদের সাবেক সাংগঠনিক কমান্ডার আমিরুল ইসলাম বলেন, খলিসাকুন্ডি ব্রীজের কাছে আমরা এন্টি ট্যাংক মাইন পুতে একটি পাকিস্তানী গাড়ি উড়িয়ে দেয় এবং সেই গাড়িতে ৭/৮জন পাকিস্তানি সৈন্য ছিল, এতে তারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পলাশী পাড়া পাগলা সেতুর কাছে আমরা পাক বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ করি। এখানে আমি সামান্য আহত হয় এবং অমার বুকে শেলের টুকরা লাগে। অতঃপর ৬ই ডিসেম্বর আমাদের মেহেরপুর জেলা দখল মুক্ত হয়। ঐদিন মেহেপুরের মুক্তিযোদ্ধারা ও সর্বস্তরের লোক একযোগে রাস্তায় নেমে পড়ে আনন্দে উল্লাসিত হয় এবং মিষ্টি মুখ করে উল্লাসে ফেটে পড়েন। এদিকে, মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। সকাল সাড়ে ৮টায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবন থেকে বিজয় র্যালী বের করা হবে। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষ মেহেরপুর কলেজ মোড় সংলগ্ম শহীদ স্মৃতি সৌধ ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসন চত্বরে নবনির্মিত গণকবর স্মৃতি ফলকে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করা হবে। র্যালী ও সমাবেশে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্টব্যাক্তি বর্গ উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

- নিজস্ব প্রতিবেদক

মেহেরপুরে কিউট প্রথম বিভাগ হ্যান্ডবল লীগে বামনপাড়া বটতলা জয়ী

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত কিউট প্রথম বিভাগ হ্যান্ডবল লীগে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া বটতলা একাদশ জয় লাভ করেছে ।

গতকাল বুধবার বিকেলে অনুষ্ঠিত খেলায় বামুনপাড়া বটতলা একাদশ ৩১-১ গোল শহীদ উদ্দিন ফাউন্ডেশন শিক্ষাকে পরাজিত করে।

খেলায় বিজয়ী দলের পক্ষে শিশির ১০টি, সাদ্দাম ৭টি, সবুজ ৬ টি, শাহিন ৫টি, শাকিল ১টি, আরিফ ২গোল করেন ১টি গোল করেন। ছহি উদ্দিন ফাউন্ডেশন শিক্ষার নায়েব একটি গোল করেন।

খেলাটি পরিচালনা করেন কামাল হোসেন মিন্টু, ফারা হোসেন লিটন, তাদের সহযোগিতা করেন আব্দুল কুদ্দুস।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে ৪৮ তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুর জেলা জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে সদর উপজেলা পর্যায়ে ৪৮ তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার লক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট

ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা নিবার্হী অফিসার মো: মাসুদুল আলম, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকী, একাডেমিক সুপার ভাইজার আনোয়ার হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতা, প্রধান শিক্ষক এমদাদুল হক প্রমুখ।

*নিজস্ব প্রতিনিধি

দর্শনায় পৃথক অভিযানে ফেনসিডিল সহ ৩ জন গ্রেফতার

দর্শনা পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের মাদক বিরোধী পৃথক অভিযান চালিয়ে ৪’শ ৪ বোতল ফেনসিডিল সহ ৩ জন মাদক ব্যাবসায়ী কে আটক করেছে।
জানা গেছে, গতকাল বুধবার রাত ৮ টার দিকে দর্শনা তদন্ত কেন্দ্রের ইন্সপেক্টর শেখ মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযান চালায় পারকেষ্টপুর রাস্তার উপর।

এ সময় দর্শনা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের এ এস আই মারুফ হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে মোস্তফিজুর রহমান মোস্তাক (৩৫) কে ৪ বোতল ফেনসিডিল সহ তাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত মোস্তফিজুর মোস্তাক দামুড়হুদা উপজেলার পারকেষ্টপুর মদনা ইউনিয়নের ছমির বিশ্বাসের ছেলে।

অপরদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর টাওয়ার পাড়ার রহিম ও হাবিবুর কে ৪’শ বোতল ফেনসিডিল সহ আটক করেছে।

গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে দর্শনা পল্লি বিদুৎ অফিসের সামনের রাস্তার উপর থেকে তাদের কে আটক করে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এস আই আবু বক্কর সিদ্দিক, এএসআই রুহুল আমিন ও এএসআই মিলন হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় দর্শনা পল্লি বিদুৎতের সামনে।

এ সময় পুলিশ দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের লাল মিয়ার ছেলে হাবিবুর রহমান (৩০) ও একই গ্রামের আবুল কালামের ছেলে আব্দুর রহমান (৩৮) কে ফেনসিডিল সহ গ্রেপ্তার করে।

এ তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ২ টি বস্তা, বস্তা দুটি তল্লাশি করে ৪’শ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়।
পরে আটককৃত দুজনের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে।

- দর্শনা প্রতিনিধি

জীবননগরে পরিবার কল্যাণ ও সেবা প্রচার সপ্তাহ পালিত

জীবননগরে পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ পালিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চত্তর থেকে একটি র্যালী বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের হলরুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনার আয়োজনে এ সময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস

চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, কেডিকে ইউপি চেয়ারম্যান খাইরুল বাশার শিপলু, ডা. রোকনুজ্জামান রুবেল সহ সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও কমিউনিটি ক্লিনিকের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিল।

অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অপিসার ডা. মাহমুদা খাতুন।

- জীবননগর প্রতিনিধি

জীবননগরে কিশোর-কিশোরী ক্লাব উদ্বোধন

জীবননগরে কিশোর কিশোরী ক্লাবের উদ্বোধন করা হয়েছে।
গতকাল বেলা সাড়ে ১২টার সময় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের পীচ মোড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ক্লাবের উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এ ক্লাবের উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা মহিলা বিষায়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা প্রমুখ।

জীবননগর প্রতিনিধি

জীবননগরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের উদ্বোধন

জীবননগরে ৪১ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা চত্তরে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুর সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার দ্বিনেশ চন্দ্রপাল, মোস্তাফিজুর রহমান, সমবায় অফিসার মতেহার হোসেন প্রমুখ।

- জীবননগর প্রতিনিধি

খেজুর গুড় বিক্রয় করে সংসার চলে মকলেচুরের

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের মৃত সামছুদ্দীন শেখের ছেলে মকলেচুর রহমান তার নিজ জমিতে ৫০টি খেজুরের গাছ আছে।

প্রতি বছর নভেম্বর মাসে থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে হয়।
প্রতিদিন যে রস সংগ্রহ হয় তা থেকে ৮-১০ কেজি গুড় হয়। প্রতি কেজি গুড়ের বিক্রয় করে থাকেন ১৪০টাকা কেজি দরে।

মকলেচুর রহমান জানান, মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকজন

আমার কাছে থেকে গুড় ক্রয় করিবার জন্য আসে। কারন আমার তৈরী গুড়ে কোন প্রকার ভেজাল নেই।

গতকাল কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার তারিক নামের এক ব্যক্তি গুড় ক্রয় করিতে আসেন। তিনি

‘মেহেরপুর প্রতিদিনকে’ জানান, আমি গত ২ বছর যাবৎ মকলেচুর ভাই এর কাছে থেকে খেজুরের গুড় ক্রয় করে থাকি তার গুড়ে কোন প্রকার ভেজাল নেই।

৮নংধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান বলেন, আমি নিজে প্রতি বছর ১৫ থেকে ২০ কেজি খেজুরের গুড় মকলেচুর কাছে থেকে ক্রয় করে থাকি তার গুড়ে কোন ধরনে ভেজাল পাওয়া যায় না। কারন সে নিজে হাতে গুড় তৈরী করে থাকে।

৮নং ধানখোলা ইউপি ৮নং ওয়ার্ডে মেব্বার জাফর আলী জানান, নিজে খাওয়া জন্য নিয়ে থাকি বিভিন্ন মেহমানদের মকলেচুর হুজুরের কাছে থেকে খেজুর গুড় নিয়ে দিয়ে থাকি তার তৈরী গুড়ে কোন ভেজাল নেই।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কেএম শাহাবুদ্দীন জানান, খেজুরের গাছ বিলুস্ত প্রায় তাই বর্তমানে নিপা ভাইরাস কারনে লোকজনের রস খাওয়া কোন সুযোগ নেই। তাই খেজুরের গুড় খাওয়া শ্রেয়।

- আল আমিন, গাংনী

আজ ৪ ডিসেম্বর দর্শনা শত্রু মুক্ত দিবস

আজ ৪ ডিসেম্বর দামুড়হুদা জেলার দর্শনা শত্রু মুক্ত দিবস। জীবন বাজি রেখে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে বাংলার ছেলেরা পাক-বাহিনীর সাথে তুমুল লড়াই করে দর্শনাকে মুক্ত করে।

মুক্তিযোদ্ধা বিল্লাল হোসেন জানান, সেদিন ৩ ডিসেম্বর সন্ধা সাড়ে ৬টা চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী

বারাদি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে খবর আসে দর্শনার উত্তর-পশ্চিম পাশে পাক-হানাদার বাহিনী বাংকার করে অবস্থান নিয়ে আছে।

এ খবর পেয়ে ভারতীয় প্রায় ৬/৭ শত মিত্র-বাহিনী ও ৩০জন মুক্তিযোদ্ধা রাতের খাবার শেষ করে পায়ে হেঁটে মদনা, প্রতাপপুর ও জিরাট পার হয়ে রওনা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে।

মিত্র-বাহিনীর নেত্রীত্বে ছিলেন মিষ্টার বুফে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নেত্রীত্ব দেন মুক্তিযোদ্ধা মৃত নুর হাকিম। দীর্ঘ প্রায় ৭/৮ কিলো মিটার পথ পাড়ি দিয়ে উপজেলার গোবিন্দপুর ও রুদ্রনগরের মাঝামাঝি স্থানে রাবারের নৌকায় চেপে ৮জন করে যোদ্ধা মাথাভাঙ্গা নদী পার হয়ে রাত ২টার দিকে লোকনাথপুর ও পরানপুর মাঝামাঝি ধাঁপাড়ী ও তালবাগান মাঠে ট্রেন্স (এপিপি) কেটে অবস্থান নেয়। এরপর রাত ৪টা দিকে পাক-হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্র বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে বৃষ্টির মত মটার গান, সেল, এস এমজির রটেক ল্যান্সার ও রাইফেলের গুলি বর্ষন শুরু করে।

এসময় মুক্তিযোদ্ধা টীম ও মিত্র-বাহিনী পাল্টা গুলি বর্ষন শুরু করে।

এসময় ৩ঘন্টা ব্যাপী উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল গুলাগুলি হয়। এক পর্যায় মক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা পাক-হানাদার বাহিনীর এ্যাম্বুসে পড়ে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। উভয় পক্ষের মধ্যে একের পর এক গুলি, মটারগান, রকেট ল্যান্সার, এল এম জি, এস এলার, এস এম জি, এইচ এস জি, মার্কফোর রাইফেল ও সেল নিক্ষেপ চলতে থাকে।

এসময় ভারতীয় ৩টি যুদ্ধ বিমান কয়েকবার আকাশে চক্কর দিতে শুরু করলে পাক-হানাদার বাহিনী পিছু হঁটতে শুরু করে। সূর্য্যরে আলো ফোঁটার আগেই দর্শনা মুক্ত হয়ে যায়।
এরপর ৪ ডিসেম্বর সাকাল ৭টায় জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে দর্শনাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে ফেলে।

এরপর দর্শনা কেরু চিনিকলের জেনারেল অফিসের সামনে মিত্র-বাহিনীর প্রধান মিষ্টার বুফে ও মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ প্রধান মৃত নুর হাকিমের নেত্রীত্বে লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে উল্লাস করে এবং জয় বাংলা শ্লোগানে শ্লোগানে মুখোরিত করে নিজ মাতৃভূমির একাংশ নিজেদের দখলে নেয় মুক্তি-বাহিনী।
সেই থেকে ৪ ডিসেম্বর দর্শনা মুক্ত দিবস হিসাবে দর্শনাবাসঅ পালন করে আসছে।

এ যুদ্ধে পাক-হানাদার বাহিনী ও মিত্র-বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য মারা যায় বলে বিল্লাল হোসেন জানান।

- আহসান হাবিব মামুন, দর্শনা

একজন মাকে বাঁচাতে মানবতার হাত বাড়িয়ে দিন

ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত মেহেরপুর মল্লিক পাড়ার মৃত আব্দুর রহমানের স্ত্রী আসমা রহমানের দুইপায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। সেই ক্ষতের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন তিনি। যন্ত্রণায় কাতর মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে চাই মেয়ে আয়েশা আক্তার নিপা।

সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১তম সমাবর্তন থেকে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পাওয়া সর্বচ্চ শিক্ষার সনদ তার মাকে উৎসর্গ করেছেন। একই সঙ্গে মায়ের চিকিৎসার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

বাবা হারা মেয়ে মাকে সুস্থ্য করে তোলার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করছেন। আমার আপনার সকলের সহযোগিতায় একজন মা সুস্থ্য হয়ে সকলের মুখে হাসি ফোটাতে পারবেন।

আয়েশা আক্তার নিপা জানান, ৫ বছর আগে তার বাবা মারা গেছেন। বাবা মারা যাওয়ার পর পরিবারের হাল ধরা ও মায়ের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সংকটে পড়েন তারা। তার মাকে সুস্থ্য করে তুলতে অনেক টাকার প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

আপনারা সহযোগিতা করতে চাইলে, বিকাশ নং-০১৯৩৭৪৪৩৯৮৪ (পারসোনাল), ০১৮৬৭০৫৪৪৯০ এবং আয়েশা আক্তার নিপার নামে উত্তরা ব্যাংক মেহেরপুর শাখায় একটি হিসাব খোলা আছে যার নং-৩১০৩১১১০০১১৭৯০৬

- নিজস্ব প্রতিনিধি